চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল এলাকায় অভিযানে-দালাল চক্রের রুবেল আটক

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে এলাকায় অভিযান চালিয়ে রুবেল হোসেন
(২৮) নামের একজন দালাল চক্রের সক্রিয় সদস্যকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার দুপুর একটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শামীম ভুইয়ার নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, দুপুর ১টার দিকে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীম ভুইয়ার নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মহসীন ফোর্স নিয়ে হাসপাতালে দালালবিরোধী অভিয়ান চালায়।

এসময় রোগীর কাছ থেকে টাকা নেয়ার সময় রুবেলকে হাতেনাতে আটক করা হয়। পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শামীম ভুইয়া ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে রুবেল হোসেনের ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীম ভুইয়া বলেন, হাসপাতালে দালালের কারণে রোগী ও স্বজনরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সদর হাসপাতাল দালাল মুক্ত করতে এখন নিয়মিত অভিযান চালানো হবে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. আতাউর রহমান মুন্সী, সদর হাসপাতালের সিনিয়র সার্জারি কনসালটেন্ট ডা. ওয়ালিউর রহমান নয়ন, শিশু কনসালটেন্ট ডা. আসাদুর রহমান মালিক খোকন।

কোটচাঁদপুরে ডাবল মার্ডারের ঘটনায় ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পৌরসভার খাজনা আদায়কে কেন্দ্র করে আলোচিত ডাবল মার্ডারের ঘটনায় ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে।

সংঘর্ষে নিহত আক্তার হোসেনের পিতা বাবু তালেব বাদী হয়ে গত শুক্রবার রাতে ৮ জনের নাম উল্লেখ সহ অজ্ঞাত আরো ৫/৬ জনের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় এ মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-৭।

কোটচাঁদপুর থানার ওসি মঈন উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১০ টার দিকে স্থানীয় চৌগাছা বাসষ্টান্ডে পৌর সভার টোল আদায়কে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধে।

এতে নিহত আক্তার হোসেনের পিতা বাবু তালেব বাদী হয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা করেছেন। এ ঘটনায় অন্য পক্ষ থেকে পাল্টা মামলার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান ওসি। এদিকে খুনের ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে আটক আব্বাস আলী এ মামলায় এজাহারভুক্ত আসামী হওয়ায় তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

ঘটনার দিন সলেমানপুর এলাকা থেকে ইমন হোসেন ডন ও আব্বাস আলী নামে ২ যুবককে খুনের ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে আটক করে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার বাংলা বর্ষবরণ উদযাপনে সকলে যখন ব্যস্ত।

সে সময় কোটচাঁদপুরের চৌগাছা বাসস্ট্যান্ডে পৌরসভার বিভিন্ন যানবাহন থেকে টোল আদায়কে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষ বাধে। উভয় পক্ষ প্রকাশ্যে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে গুরতর আহত ৪ জনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে আখ সেন্টার এলাকার জীবন হোসেন নামে এক যুবলীগ কর্মী মারা যায়। এছাড়াও উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর নেওয়ার পথে আক্তার হোসেন নামে আরো একজনের মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় কোটচাঁদপুর পৌর সভার মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম ও উপজেলা আওয়ালীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহাজান আলী দাবী করেন, সংঘর্ষের ঘটনার সঙ্গে জড়িত কেউই তাদের লোক না।

মেয়র বলেন, পৌরসভার পক্ষ থেকে যাদের টোল আদায় করতে দেওয়া হয়েছে, তারাই টোল আদায় করতে আসছিল। অপর গ্রুপ তাদের উপর হামলা চালায়। এদের মধ্যে কেই যুবলীগ ও ছাত্রলীগ করেন।

এসময় মেয়র সেলিম বলেন, ঘটনাটি আশরাফুল ও তার লোকজন ঘটিয়েছে। অন্যদিকে শাহাজান আলী বলেন, আমি কোন গ্রুপ রাজনীতি করি না।

ঘটনার সঙ্গে জড়িতরা কাদের লোক ছিল, কোন গ্রুপ করে তা কোটচাঁদপুরবাসী জানেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ওসি (তদন্ত) জগনাথ চন্দ্র জানান, হত্যাকান্ডে জড়িত আসামীদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

কোটচাঁদপুরে আধিপত্য বিস্তার ও টোল আদায়কে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিহত-২

কোটচাঁদপুর পৌর শহর এলাকায় আ.লীগের সহযোগী সংগঠনের আধিপত্য বিস্তার ও পৌরসভার টোল আদায়কে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জীবন হোসেন (১৯) ও আক্তার হোসেন (২০) নামে দুইজন নিহত হয়েছে।

এঘটনায় সাব্বির হোসেন ও সোহাগ নামে দুইজন গুরতর আহত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১০টার দিকে শহরের থানা সড়কের চৌগাছা বাসষ্টান্ড সংলগ্ন ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও এতিম খানার সামনে দু’পক্ষের এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

হামলার ঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ইমন হোসেন ডন ও আব্বাস আলী নামে দুইজন কে গ্রেফতার করেছে। এঘটনায় এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, এলাকায় আ.লীগের সহযোগী সংগঠনের দু’পক্ষের আধিপত্য বিস্তার ও পৌর সভার টোল আদায়কে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল।

আগে যারা টোল আদায় করতেন, এবার তাদের টোল আদায় করার কথা ছিল না। কিন্তু বুধবার রাতে মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম পূর্বে যারা ছিল তাদেরকেই টোল আদায়ের ইজারা দেন। এনিয়ে রাত থেকেই ওই এলাকায় উত্তেজনা চলছিল।

বৃহস্পতিবার সকালে টোল আদায় করতে উভয়পক্ষ চৌগাছা বাসষ্টান্ড এলাকায় জড়ো হয়। এসময় অভয় পক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। এক পর্যায়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষ শুরু হয়।

এতে সলেমানপুর মালাকার পাড়ার দাউদ হোসেনের ছেলে সোহাগ, একই এলাকার নজির মালিতার ছেলে সাব্বির হোসেন, আখ সেন্টার পাড়ার ফিরোজ হোসেনের ছেলে জীবন ও এলাঙ্গী গ্রামের বাবু তালেবের ছেলে আক্তার হোসেন গুরতর আহত হয়।

স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ইশরাত জেরিন আহত জীবনকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকীদের কে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠালে পথিমধ্যে আক্তার হোসেন নামে আরো একজন মারা যায়।

এঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সলেমানপুর উত্তর পাড়ার ইকবাল হোসেনের ছেলে ইমন হোসেন ডন ও সলেমানপুর কারিগর পাড়ার আব্বাস হোসেনকে গ্রেফতার করেছে।

কোটচাঁদপুর থানার ওসি মঈন উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, পৌর সভার টোল আদায়কে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ২ জন নিহত ও ২জন আহত হয়েছে।

মুজিবনগরে ফেন্সিডিলসহ আটক-১

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর বাজার থেকে ২ বোতল ফেন্সিডিলসহ আজিবর রহমান (৩১) নামের এক যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত আজিবর রহমান দারিয়াপুর গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, দারিয়াপুর বাজারে মাদক নিয়ে অবস্থান করছে, এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই বিশ্বজিৎ সরকারের নেতৃত্বে এসআই অজয় কুমার কুন্ডু, এএসআই হেলাল উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে ২ বোতল ফেন্সিডিলসহ আজিবার রহমানকে আটক করে।

আটককৃত আজিবর রহমানের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।

গাংনীতে ব্যবসায়ীর উপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় তিন আসামী আদালতে আত্মসম্পর্ণ

গাংনী উপজেলা শহরের ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেন ওরফে রবিনের উপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলার তিন আসামী আদালতে আত্মসম্পর্ণ করেছেন।

এরা হলেন গাংনী উপজেলা শহরের থানাপাড়া এলাকার মৃতু ইব্রাহিম জোয়ার্দ্দারের ছেলে হাবিবুর রহমান ওরফে হাবিব (২৫) সাইদুল ইসলাম জোয়ার্দ্দারের ছেলে সাগর হোসেন (১৯) ও ৯ নং ওয়ার্ডের মনিরুল ইসলাম মনির ছেলে রকি হোসেন (৪০)।

বুধবার তারা আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন না দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, গত ১১ এপ্রিল বেলা সোয়া ১ টার দিকে এসব আসামীরা গাংনী মাদ্রাসা মার্কেটের বিসমিল্লাহ এন্টারপ্রাইজের মালিক আনোয়ার হোসেন ওরফে রবিনের উপর দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা করে। এতে রবিনের মাথায় আঘাঁত লাগে। এছাড়া শরীরে বিভিন্ন স্থানে ক্ষত হয়। স্থানীয়রা আনোয়ার হোসেনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

এঘটনায় রবিনের বড় ভাই জুবায়ের হোসেন উজ্জল বাদী হয়ে গাংনী থানায়

এসব আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।
ব্যবসায়ীর উপর হামলার ঘটনায় গাংনী বাজারে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

বাজার কমিটির পক্ষ থেকে হামলাকারীদের আটকের ব্যাপারে প্রশাসনকে আল্টিমেটাম দেন। পুলিশ তাদের আটকে ব্যাপক তৎপরতা চালালে অবশেষে আসামীরা আদালতে আত্মসম্পর্ণ করেন।

গত ১০ এপ্রিল গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলকে কেন্দ্র করে গোলযোগের মধ্যে হাবিবুর রহমানের বড় ভাই সাবেক সেনা সদস্য মহিবুল ইসলামকে গণপিটুনি দিয়েছিলো প্রতিপক্ষরা। এঘটনার জের ধরেই প্রতিশোধ নিতে ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা করেন তারা।

বেগমপুরে বিরোধপূর্ণ খাস জমির বাঁশ কাটার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানার বেগমপুরে বিরোধপূর্ণ খাস জমির বাঁশ কাটার অভিযোগ উঠেছে কিনা গঙের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় দর্শনা থানা পুলিশে অভিযোগ করা হয়েছে।

অভিযোগে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের ফুরশেদপুর গ্রামের রাস্তার পার্শ্বের ৩.৫৪ একর জমি চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ হতে লীজ নেয় ফুরশেদপুর গ্রামের মৃত খোদা বক্সর ছেলে রবিউল ইসলাম।

এ জমি দখল পেতে একই গ্রামের মৃত মস্তবারীর ছেলে রেহাউল হক কিনা (৫৬), মাহাতাব (৪৫), নবী (৫০), আলীহীম (৩৮), রেজাউল হক কিনার ছেলে আলমঙ্গীর (৩৫), তাহাজ্জেলের ছেলে খোরশেদ (৩৩) মরিয়া হয়ে ওঠে।

এরই একপর্যায় অভিযুক্তরা চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞঃ আদালত ও সহকারী কমিশনার (ভুমি) বরাবর কর্তৃক একটি পিটিশন মামলা দায়ের করেন।

পরবর্তীতে বিজ্ঞ আদালত ও সহকারী কমিশনার (ভুমি) কর্তৃপক্ষ উক্ত মামলার রায় রবিউল ইসলামের পক্ষে প্রদান করেন এবং উক্ত জমির উপর স্থিতিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য আদেশ প্রদান করেন।

কিন্তু বিবাদীগণ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উক্ত জমিতে থাকা ১৩/১৪টি বাঁশ কেটে নিয়ে যায়।

এসময় বাঁশ কাটার প্রতিবাদ করলে জমিলীজ প্রদানকারীর ছেলে বকুল হোসেনকে মারধরের উদ্দ্যেশে ছুটে আসা সহ বিভিন্ন প্রকার হুমকী ধামকী দেয়। এঘটনায় বকুল হোসেন দর্শনা থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ঝিনাইদহ র্যাবের মাদক বিরোধী অভিযান : গাঁজাসহ আটক-১

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ আবদুল সালাম (৪৭) নামের এক মাদক ব্যবসায়ী আটক করেছে র্যাব-৬। গত মঙ্গলবার সাড়ে ৩টার সময় দক্ষিনচাঁদপুর গ্রামস্থ এলাকা থেকে তাকে আটক করে ।

আবদুল সালাম দর্মনা থানার করিমপুর গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে।

জানাগেছে, গত মঙ্গবার সাড়ে ৩টার সময় র্যাব-৬, সিপিসি-২, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে যে, চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন দক্ষিনচাঁদপুর গ্রামস্থ এলাকায় কতিপয় ব্যক্তি নেশা জাতীয় মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অবস্থান করছে।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দর্শনা থানাধীন দক্ষিনচাঁদপুর গ্রামস্থ মিয়াম বাইক স্পেয়ার্স দোকানের সামনে অভিযান পরিচালনা করে আবদুল সালামকে আটক করে।

এসময় আবদুল সালামের কাছ থেকে ২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় আবদুল সালামের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ডাকাতির প্রস্তুতির সময় আটক ১, পুলিশের উপর হামলা- দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

আলমডাঙ্গার পৌর শহরের স্টেশন প্রাঙ্গণে ডাকাতির প্রস্তুতির সময় একজন ডাকাত সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩ টার দিকে এঘটনা ঘটে। ডাকাত দলের হামলায় ২ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে।

ঘটনাস্থল থেকে ধারালো দেশী অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। আটকৃত ডাকাত সদস্য পৌর এলাকার সোনাপট্টি এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে সুমন (৪৫)। ডাকাত সদস্য সুমনের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানাসহ বিভিন্ন থানায় ৪টি মামলা রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গায় হঠাৎ ভ্যান চুরি ও ডাকাতির মত ঘটনা বেড়ে গেছে। রাতের আধারে সাধারণ মানুষের ভ্যানে যাত্রী সেজে চুরি ও ডাকাতির ঘটনা ঘটছে।

এরই কারণে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ব্যাপক তৎপর রয়েছে। দিনে ও রাতে পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে। বুধবার রাতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ পৌর শহরে টহল দিচ্ছিলো।

এসময় রাত ৩ টার দিকে পৌর শহরের রেল স্টেশনের মন্দিরের নিকট তিনজনকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশ। পুলিশ তাদের দাঁড়াতে বললে পুলিশ দেখে তারা দৌঁড়ে পালানোর চেস্টা করে।

পালানোর সময় সুমন নামের ডাকাত সদস্য পড়ে গেলে আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক এসআই শরিয়তুল্লাহ, উপ-পরিদর্শক এসআই সুমন্ত সাহা সুমনকে আটক করে।

ডাকাত সদস্য সুমনকে পুলিশের নিকট থেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য ইট দিয়ে পুলিশের দুই এসআই এর উপরে হামলা করে। এতে দুজন এসআই গুরুতর আহত হয়।

খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি সাইফুল ইসলাম সঙ্গীয়

ফোর্স ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত দুই এসআই কে উদ্ধার করে হারদি স্বাস্থ্য-কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। আটক করা হয় ডাকাত দলের সদস্য সুমনকে।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, রাতে পুলিশি টহল চলছিলো। স্টেশনের মন্দিরের নিকট পুলিশ পৌছালে ডাকাত সদস্যরা পালানোর চেস্টা করে।

তিনি আরো বলেন, ডাকাত সদস্য সুমনকে আটক করা হয়। তাকে ছাড়ানোর জন্য ডাকাত দলের সদস্যরা পুলিশের উপর হামলা চালায়। এতে দুই এসআই আহত হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ: মীর কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে আদালতের মামলা (ভিডিও)

“সরকার, প্রতিবেশী, আপন ভাই বাদ যায়নি কেউ প্রতারণার হাত থেকে, মীর কামরুজ্জামন, প্রতারণায় ছূয়েছেন আসমান” শিরোনামে গত ১২ এপ্রিল ২০২২ খ্রি. মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশিত হওয়া মীর কামরুজ্জমানের বিরুদ্ধে স্বপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করেছেন আদালত।

আজ বুধবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট-২, আমলী আদালতের বিচারক এস,এম, শরিয়ত উল্লাহ এ মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নম্বর: মিস কেস-৪/২০২২ খ্রি.।

একই সঙ্গে মামলায় পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী ১৩ জুন ২০২২ খ্রি তারিখের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আদালত বিশ্লেষণে বলেছেন, মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশিত সংবাদ সত্য হলে মীর কামরুজ্জামান দণ্ডবিধির ১৯৩, ১৯৬, ৪০৬, ৪১৭, ৪২০, ৪৬৪, ৪৬৭ ফৌজদারী আইন অনুযাীয় শাস্তিযোগ্য অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রচারিত সংবাদের সত্যতা যাচাই পূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি/ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার নিমিত্তে সুষ্ঠ তদন্ত আবশ্যক বলে আদালতের সন্তোষজনকভাবে প্রতিয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় পুলিশ সুপার, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কুষ্টিয়াকে বিষয়টি তদন্ত র্পূবক আগামি ১৩/০৬/২২ খ্রি. এর মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

প্রসঙ্গত, অন্যের জমি জাল করে নিজের নামে রেজিস্ট্রি, সরকারি অর্পিত সম্পত্তি নিজের নামে রেজিস্ট্রিসহ নানা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে মীর কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে। যেসকল অভিযোগ নিয়ে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, এসি ল্যাণ্ড ও গাংনী থানায় অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা। অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে এসকল তথ্যে সত্যতাও মিলে। মীর কামরুজ্জামান এসকল প্রতারণা করতে নিজেকে কখনো আইনজীবী, কখনো শিক্ষক আবার কখনো সাংবাদিক পরিচয় দেন।

গাংনীতে বালু উত্তোলনের দায়ে কারাদণ্ড, ড্রেজার জব্দ

মেহেরপুরের গাংনীর মাথাভাঙ্গা নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করায় আজগর আলী (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে ৭ দিনের কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে উত্তোলনকৃত বালু ও দুটি স্যালো মেসিনযুক্ত ড্রেজার জব্দ করে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানকে নিলামে বিক্রি করে সরকারী কোষাগারে টাকা জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

বুধবার দুপুরে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুল আলম। কারাদন্ডপ্রাপ্ত আজগর আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি কোলা গ্রামের আবু বক্কর আলীর ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নিবার্হী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি নাজমুল আলম বলেন, আমতৈল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে অবৈধভাবে ড্রেজার মেসিন দিয়ে বালি উত্তোলন করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে সত্যতা পাওয়া যায়। বালি উত্তোলনের দায়ে আজগর আলী নামের এক ব্যক্তিতে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়। এসময় উত্তোলনকৃত বালি ও দুই স্যালো মেশিনযুক্ত ড্রেজার জব্দ করে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানকে নিলামে বিক্রি করে সরকারী কোষাগারে টাকা জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ষোলটাকা ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন পাশা বলেন, একটিকুচক্রী মহল মাথাভাঙ্গা নদী থেকে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন করছে বিষয়টি জানতে পেয়ে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নিবার্হী অফিসারসহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে জানানো হলে ভ্রাম্যামাণ আদালত পরিচালনা করে।